আলমডাঙ্গায় জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদে হাতুড়িপিটিয়ে জখম

আলমডাঙ্গার হাউসপুর গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদে জমির মাপজোখের সময় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করলো প্রতিপক্ষরা।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা হাউসপুর গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল কাদের শিলু ও ভাই জিকুর সাথে একই গ্রামের নিকবার আলির ছেলে জাহিদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম ডুবুরি, ওহিদুল ইসলামের জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলমান। আহত শিলুর বড় ভাই জিকু তার জমির অংশ থেকে নিকবার আলির ছেলেদের কাছে জমি বিক্রয় করে এবং জিকুর দেখানো জমির অংশে নিকবার আলির ছেলেরা দুইতলা বিশিষ্ট ঘর নির্মাণ করেছে।

আব্দুল কাদের শিলুর অভিযোগ হলো ৫ শতক ক্রয়কৃত জমির অংশে বাড়ি তৈরি করেনি বরং ১৩ শতক জমি দখল করে তারা বসতবাড়ি তৈরি করেছে।

এবিষয় নিয়ে আলমডাঙ্গা থানা থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতৃবৃন্দর মাধ্যমে বহুবার বিচার শালিসের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা হয়েছে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন।

গতকাল সকাল ১০ টার সময় যৌথ বাহিনীর আদেশ মোতাবেক দুইজন আমিন সাথে নিয়ে শিলু ও তার লোকজন জমি মাপজোখ করতে যায়। এই সময় নিকবার আলির তিন ছেলে শিলুকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মাথায় জখম করে।

স্থানীয় লোকজন শিলুকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। হসপিটাল ও শিলুর পরিবার সুত্রে জানা গেছে, আহত শিলুর মাথায় জখম স্থানে ৭টি সেলাই দিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার

সাংবাদিকদের নিয়ে দুইদিনব্যাপী নির্বাচনকালীন প্রশিক্ষণ

আসন্ন ত্রয়োদশ নির্বাচনে রিপোর্টিং বিষয়ে চুয়াডাঙ্গায় দুইদিনব্যাপী নির্বাচনকালীন সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার অর্ধশতাধিক সাংবাদিক।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে (তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়) প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর পক্ষ থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

দুই দিনব্যাপী অর্থাৎ ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারী এই প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি নাজমুল হক স্বপন।

প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযম।

প্রশিক্ষণে প্রথম পর্বে “জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও এআই ভেরিফিকেশন টুলস এবং ইনফরমেশন ইন্টপগ্রিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সাংবাদিক ও ইউল্যাব এর নাজিয়া আফরিন মনামী। প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, পিআইবির প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ক সাহানোয়ার সাইদ শাহীন।

আলমডাঙ্গা ভাংবাড়িয়া ইউপির ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গনির আর নেই

আলমডাঙ্গা ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক উসমান গনির ইন্তেকাল করেছেন।

দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে শোকাহত পরিবারের পাশে ছুটে এলেন শরীফুজ্জামান শরীফ।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক উসমান গনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকার পর গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪ টার দিকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল আনুমানিক ৬০ বছর।

তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুর সংবাদে শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ নগরবোয়ালিয়ায় ছুটে আসেন।

তিনি মরহুমের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাদের খোঁজখবর নেন এবং গভীর শোক প্রকাশ করেন।

মরহুমের দাফন কার্য সম্পন্ন হয় রাত ৯ টার দিকে নগরবোয়ালিয়া কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে।

জানাজার নামাজ শেষে মরহুমকে কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। পরে মরহুমের আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গায় মৎস্য ব্যাবসায়ী সমিতির উদ্যোগে দোয়ার অনুষ্ঠান

আলমডাঙ্গা মৎস্য ব্যাবসায়ী সমিতির আয়োজনে দোয়ার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বাদ আসর মৎস্য ব্যাবসায়ী রনির অকাল মৃত্যুতে গভীর ভাবে শোক প্রকাশ করে এই দোয়ার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

দোয়ার অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা মৎস্য ব্যাবসায়ী সমিতির সভাপতি সোহরাব মুন্সীর সভাপতিত্বে প্রধান মেহমান ছিলেন, আলমডাঙ্গার পেশ ইমাম হাফেজ সজীব আহমেদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, নওয়াব আলি, আমজাদ হোসেন, শহীদ ফকির, মীর শফিকুল ইসলাম, আমিরুল ইসলাম মন্টু, মইনোদ্দিন, কায়েশ আলি, মজিবর রহমান মন্ডল, সুজন আলি, শামিম, হিটু, মোসেরেফ হোসেন, সাবু, মসলা, শহিদুল ইসলাম, তারিকুল ইসলাম, আজাদ, রোকন, ছালাম, আশরাফ প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বাদ আসর চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার টিএনটি সংলগ্ন ৯নং ওয়ার্ডের আরমপাড়া এলাকায় এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র অ্যাডভোকেট ওহিদুজ্জামান মুকুল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ধানের শীর্ষের মনোনীত প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাচনী সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট ওহিদুজ্জামান বুলু, খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা, শফিকুল ইসলাম পিন্টু, সিরাজুল ইসলাম মনি,মাহমুদুল হক পল্টু, মন্সি মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব বেল্টু, শহিদুল হক বিশ্বাস, সেলিমুজ্জামান সেলিম, মফিজুর রহমান মনা, বদররুদ্দিন বাদল, ইয়াছিন আরাফাত কাকন, শেফালী খাতুন, আবু বক্কর সিদ্দীক বকুল, ওহিদুল ইসলাম, আহসান সহ বিএনপি নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনার পাশাপাশি দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ কামনা করা হয়।

আলমডাঙ্গায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে আন্তর্জাতিক জলাভূমি দিবস পালিত

আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক জলাভূমি দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করেছে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ যুব সংস্থা। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল— “জলাভূমি ও ঐতিহ্যগত জ্ঞান: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপন”।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে উপজেলা মুক্ত মঞ্চ থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে পদযাত্রার মাধ্যমে আল-তাইয়েবা মোড়ে এসে পথসভায় পরিণত হয়। পথসভায় সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক আরাফাত রহমানের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান। তিনি তাঁর বক্তব্যে আলমডাঙ্গার মৃত্যপ্রায় কুমার নদের বেহাল দশা তুলে ধরেন এবং দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানান।

পরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জনাব এস. এম. মাহামুদুল হাসান বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, জলাশয় বিলুপ্ত হলে প্রাণীকুল মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে। প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

এরপর সংগঠনের সভাপতি সাঈদ এম. হিরন স্মারকলিপি পাঠ করেন। স্মারকলিপি পাঠ শেষে র্যালিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে গিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাবা পান্না আক্তার উপস্থিত থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং জলাভূমি সংরক্ষণ বিষয়ে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, জলাভূমি ধ্বংস হলে জীববৈচিত্র্য বিলীন হয়ে যাবে। একই

সঙ্গে তিনি কুমার নদে অবৈধ বাঁধ অপসারণের অঙ্গীকার করেন। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ যুব সংস্থার কার্যক্রমের প্রশংসা করে তিনি ভবিষ্যতেও সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

পথসভায় সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক আরাফাত রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, জলাভূমি শুধু পানি বা মাছের উৎস নয়—এটি আমাদের সংস্কৃতি, জীবিকা ও জীববৈচিত্র্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জলাভূমি ধ্বংস মানেই কৃষি, মৎস্য, পাখি ও মানুষের জীবনের ওপর সরাসরি আঘাত। তিনি বলেন, আলমডাঙ্গার নদ-নদী ও বিলগুলো আজ দখল, দূষণ ও অব্যবস্থাপনার কারণে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। এখনই কার্যকর উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। জলাভূমি রক্ষায় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ জনগণকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক আমিরুল ইসলাম জয়, আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতিনিধি, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং সংগঠনের সকল সদস্য।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা ও নগদ টাকা সহ মাদক ব্যাবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে এক কেজি মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ দুইজন মাদক ব্যাবসায়ী আটক হয়েছে। সেইসাথে মাদক বিক্রয়ের নগদ ২০,০০০/- টাকা, মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত ০১টি পাখি ভ্যান উদ্ধার করেছে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার দিবাগত রাত ১টার সময় আলমডাঙ্গা চিৎলা ইউনিয়নের হাঁপানিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মহোদয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই

ধারাবাহিকতায় আলমডাঙ্গা থানার এসআই(নিঃ) মোঃ ওবায়দুল্লাহ আল মামুন সহ হাপানিয়া পুলিশ ক্যাম্পর সংগীয় অফিসার ফোর্সস হাপানিয়া দক্ষিনপাড়া মোঃ হাসান আলীর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর হতে রুইতনপুর গ্রামের মতির স্ত্রী মোছাঃ হাসি খাতুন(২৭) ও মসলেম আলির ছেলে মোঃ এনামুল হক (৪০) কে গ্রেফতার করে।

তাদের কাছে ১কেজি মাদকদ্রব্য গাঁজা, মাদক বিক্রয়ের নগদ ২০,০০০/- টাকা, মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত ০১টি পাখি ভ্যান উদ্ধার করেন।

আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় খোরদেতে ধাতব মূর্তি উদ্ধার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামে অভিযান চালিয়ে পিতলের কলসিতে রাখা স্বর্ণের সাদৃশ্য পাঁচটি (৫টি) ধাতব মূর্তি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল সোমবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি টহল দল খোরদ গ্রামের আবুল মোজামের বাড়ীতে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় বাড়ির আঙিনায় মাটিতে পুঁতে রাখা অবস্থায় পিতলের তৈরি একটি কলসির ভেতরে লুকানো স্বর্ণের মতো দেখতে পাঁচটি ধাতব মূর্তি উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, বাড়ীর মালিক আবুল মোজাম নতুন বাড়ী নির্মাণের জন্য শ্রমিকদের দিয়ে মাটি খননের কাজ করাচ্ছিলেন। এ সময় শ্রমিকরা মাটির নিচে পুঁতে রাখা ওই কলসির অস্তিত্ব টের পান। পরে বিষয়টি স্থানীয়দের মাধ্যমে প্রশাসনকে জানানো হলে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের সহায়তায় চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়।

প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকৃত মূর্তিগুলো স্বর্ণের তৈরি পুরাকীর্তি বলে ধারণা করা হলেও পরবর্তীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায় যে মূর্তিগুলো স্বর্ণের নয়।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান নিশ্চিত করেন, উদ্ধার হওয়া পাঁচটি ধাতব মূর্তির মধ্যে আনুমানিক ৫৩ থেকে ৬০ শতাংশ তামার অস্তিত্ব রয়েছে।

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত মূর্তিগুলো বর্তমানে বিজিবির হেফাজতে রয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। বিষয়টি তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে।

ঘটনার পর খোরদ গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধারকৃত মূর্তিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য চুয়াডাঙ্গায় এক প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে জানানো হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এলাকাবাসী অনেকেই জানিয়েছেন এমন চকচকে উজ্জ্বল মূর্তি পিতলের হতে পারে না। অতীতকালে মানুষ স্বর্ণের জিনিস, টাকা মাটিতে পুঁতে রাখতো। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হওয়া উচিত।

জীবননগরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ করেন মিলিমা বিশ্বাস

জীবননগরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ করে সাধারণ মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সদস্য, জিয়া পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মিলিমা বিশ্বাস মিলি।

গতকাল সোমবার বিকালে উথলী বাসস্ট্যান্ড বাজার এলাকায় সাধারণ ব্যাবসায়ী ও পথচারীদের হাতে ধানের শীষের লিফলেট তুলে দেন তিনি।

গণসংযোগের সময় তিনি উথলী ইউনিয়ন বিএনপি’র কার্যালয়ে স্থানীয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে সৌজন্যে সাক্ষাৎ

করেন।

গণসংযোগকালে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের কন্যা মিলি বিশ্বাস বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত মাহমুদ হাসান খান বাবু অনেক যোগ্য একজন প্রার্থী। বাবু খান অত্যান্ত ভালো মানুষ তিনি বিজয়ী হলে এই জনপদের অনেক উন্নয়ন হবে। বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে,শিক্ষা ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হবে।সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর হবে। এই এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তার কোনো বিকল্প নেই।

একটি সুন্দর চুয়াডাঙ্গা গঠনে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সবগুলো তিনি বাস্তবায়ন করবেন। সকলে আপনারা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাবেন এবং বাবু খানকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।

আলমডাঙ্গায় সমাপ্ত হলো তিনদিনব্যাপী কৃষিপ্রযুক্তি মেলা

আলমডাঙ্গায় শেষ হলো তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা।

যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় আলমডাঙ্গায় আয়োজন করা হয়েছিল তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা। গত শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন। তিন দিনব্যাপী চলমান মেলা গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় সমাপ্তির পর্দা নামে।

গত ৩১ শে জানুয়ারি মেলা উপলক্ষ্যে উদ্বোধনের আগে উপজেলা কৃষি অফিস চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালি শেষে মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী সভা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের অতিরিক্ত পরিচালক (উদ্যানে) কৃষিবিদ দেবাশীষ কুমার দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সাইফুল্লাহ মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারি কমিশনার(ভূমি) এএসএম শাহনেয়াজ মেহেদীর, ওসি (তদন্ত) আজগার আলী, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এস এম মাহমুদুল হক, উপজেলা প্রকৌশলী তাওহীদ আহমেদ।

আলমডাঙ্গায় সব ধরনের ফসলের চাষাবাদ অত্যন্ত ভালোভাবে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তুলনামূলক কম হওয়ায় এ জেলা কৃষিপণ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও পদ্ধতিতে তরুণরা আগ্রহী হওয়ায় কৃষি খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় টেকসই ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়াতে হবে। এ ধরনের মেলার মাধ্যমে কৃষকরা আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, উন্নত জাতের ফসল, আধুনিক কৃষিযন্ত্র ও প্রযুক্তি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।

মেলায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকার উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে মোট ১৬টি স্টল বসানো হয়েছে। তরুণ কৃষি উদ্যোক্তারা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি উদ্ভাবন ও চাষাবাদ কৌশল প্রদর্শন করেছেন।

মেলায় পারিবারিক সবজি ও পুষ্টি বাগান, নিরাপদ ঔষধি ফসল, মাশরুম উৎপাদন, ফুল প্রদর্শনী, উচ্চমূল্যের ফল ও মশলা চাষ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, শস্যচিত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক স্টল স্থান পেয়েছিল।

উদ্বোধনের দিন থেকে মেলায় উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, আলমডাঙ্গার আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ মেলায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।মেলায় স্হানীয় কৃষক, তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা, সামাজিক, রাজনৈতিক গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ সহ শিশুদের উপস্থিত লক্ষ করা গেছে।

শিশুরা অভিভাবকদের সাথে এসে কৃষি প্রযুক্তির বিভিন্ন আবিষ্কার, চাষাবাদ এর পদ্ধতি ও মেলায় প্রদর্শিত বৃহৎ আকারে বিভিন্ন ফল সবজি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে।

এ ধরনের আয়োজন সকলের মাঝে কৃষির প্রতি ভালবাসা তৈরি হবে বলে মনে করেন আয়োজকরা।